বইমেলায় ‘কবিতায় স্যামুয়েল’

অমুর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩- এ প্রকাশিত হলো লেখক ও গবেষক স্যামুয়েল হকের কবিতার বই ‘কবিতায় স্যামুয়েল’। বইটি প্রকাশ করেছে জি-সিরিজ প্রকাশনী।
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন খাদেমুল জাহান। এর মূল্য রাখা হয়েছে ২৫০ টাকা। বইটি পাওয়া যাবে বইমেলার বাতিঘর প্রকাশনীর ২৬৮,২৬৯,২৭০,২৭১ স্টলে।
বইটির প্রত্যেকটি কবিতা সহজ ভাষায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার সবগুলো কবিতায় ফুটে উঠেছে জীবন-জগতের ভাববিন্যাস। কবি অন্তর খুঁড়ে যে অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে লালিত্য।
কবিতা আপন জগতের বাহিরে রূপান্তরিত জগতে নিয়ে যায় পাঠককে। রূপান্তরিত জগতে নিয়ে যাবার কবিতা দিয়েই ‘কবিতায় স্যামুয়েল’ কবিতা গ্রন্থটির অবয়ব দেয়ার চেষ্টা করেছেন কবি।
বইটি সম্পর্কে স্যামুয়েল হক বলেন, কবিতার এ বইটি মানব বোধকেও জাগ্রত করবে। তার কারণ এই গ্রন্থে শব্দের ভেতর আশ্রয় নিয়ে আছে সময়, ইতিহাস ও রহস্যের সাবলীল উচ্চারণ।
পাঠকদের সমৃদ্ধ করতেই প্রকাশিত হলো লেখক স্যামুয়েল হকের চতুর্থ প্রকাশনা ‘কবিতায় স্যামুয়েল’। এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল ‘স্যামুয়েলের ডায়েরি’ ও গবেষণাধর্মী বই ‘প্রণয়’।

মুজিবনগরের বিভিন্ন গ্রামে এম এ এস ইমনের উদ্যোগে বুকলেট বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গনসংযোগের মধ্যে দিয়ে সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করলেন তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমনের অনুসারিরা।

গতকাল রবিবার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান,

মহাজনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন। এর আগে গত শুক্রবার ও শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর, বুড়িপোতা, আমদহ, আমঝুপিসহ বিভিণ্ন গ্রামে একই কর্মসূচীর মাধ্যমে বুকলেট বিতরণ করা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা এস এম ফরিদ আহমেদ ও বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন গ্রামে এ বুকলেট বিতরণ করেন। এসময় শিশির অরুপ, ফারুক হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, বেলায়েত হোসেন, রাশিদুল হাসান, সাজিদ হোসেনসহ নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক চিত্রের পাশাপাশি বিএনপির সরকারের উন্নয়নের তুলনা করে এ বুকলেট তৈরি করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্পর্কে ধারণা পায়। এবং একই সঙ্গে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ বুকলেট ভালোভাবে পড়লেই সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে পারবে।

ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমান ভেজাল মধুসহ আটক ৩

তারা পাহাড়ী জনপদের অধিবাসি। চেহার সঙ্গে মিল থাকায় তারা ঝিনাইদহে আস্তানা গেড়ে পাহাড়ী মধু বলে ভেজাল মধু উৎপাদন করছিল। ঝিনাইদহ শহরের পাগলা কানাই এলাকার একটি বাসা ভাড়া নিয়ে এই কারবার চালিয়ে আসছিল বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার তিন যবক। ঝিনাইদহের গোয়েন্দা পুলিশ তাদের পিছু নেয়।

রবিবার দুপুরে বিপুল পরিমাণ ভেজাল মধুসহ তিনজনকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আটককৃতরা হলেন বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার মংচাইন তংচংগ্যার ছেলে প্রদীপ তংচংগ্যা, কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার

ক্যয়জছিং চাকমার ছেলে মংলাইগ্য চাকমা ও একই এলাকার মংম্যাচিং চাকমার ছেলে আংলাচিং চাকমা।

ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শাহীন উদ্দীন জানান, একটি চক্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে ঝিনাইদহে এসে রং ও চিনির সঙ্গে কেমিক্যাল মিশিয়ে ভেজাল মধু তৈরী করে বারাজাত করে আসছিলো। এই ভেজাল মধু জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ী মধু নামে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতো।

রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেজাল মধু তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল মধুসহ আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্দ্যাগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ারের স্মরণ নাগরিক শোকসভা

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যরা প্রসংশনীয় উদ্দ্যাগ নিয়েছ। প্রয়াত দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে দর্শনা রেল বাজারস্থ বঙ্গবন্ধু চত্তরে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযাদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা জজ কর্টোর পিপি এ্যাড বিল্লাল হোসেন, বাংলাদশ জাসদের কেদ্রীয় নেতা আনায়ারুল ইসলাম বাবু, জাসদ নেতা তোহিদ হোসেন, আকসিজুল হক, কমিউনিস্ট পার্টি জেলা সভাপতি সৈয়দ মজনুর রহমান, দামুড়হুদা উপজলা আ.লীগর সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আ. লতিফ অমল, সাবেক চয়ারম্যান গোলাম মর্তূর্জা, অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন, অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান, আ.লীগ নেতা আতিয়ার রহমান হাবু, মেয়র পত্নি রোজিনা রহমান রোজি, দর্শনা পৌর ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, রেজাউল করিম সবুর, হাবীবি জহির রায়হান, আবু সুফিয়ান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ. হান্নান ছোট, সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ওয়েভ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান মুকুল, হিন্দু সম্প্রদায় নেতা উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, স্বরুপ দাস, আরতি হালসনা, ছাত্রলীগনেতা তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, মতিয়ার রহমান ছিলন, সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসার পাত্র। মেয়র হিসেব যোগ্য এবং সফল ছিলেন। নেতা হিসেবে ছিলেন আপোষহীন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাচ্চার। তার অকাল মত্যুতে শুধু দর্শনা নয় গোটা জেলার মানুষ শোক মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মতিয়ারের মতো মেয়র পৌরবাসি হয়তো আর পাবেনা। নাগরিক কমিটির এ ধরণের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান বক্তারা।

প্রসংশনীয় এ উদ্দ্যাগ চলমান রাখা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাও জুবায়ের। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাজি মাও. নুরুল ইসলাম।

আলোচনা পর্বের আগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয় শ্রদ্ধা জানায় নাগরিক কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি সাব্বির আটক

মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে জামায়াতের অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সেক্রেটারী ও জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি শাকিল হোসেন সাব্বির (৩২) কে আটক করেছে সদর থানা

পুলিশ।

রবিবার বিকাল ৪টার দিকে সদর থানার ওসি তদন্ত) শেখ মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় এসআই মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শাকিল খান, এএসআই মোঃ শাহ জামাল অভিযানে অংশ নেন। আটক শাকিল হোসেন সাব্বির শেখপাড়ার খন্দকার আফসারুল হকের ছেলে।

ওসি তদন্ত শেখ মইনুল ইসলাম জানান, আটক সাব্বিরের বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতার মামলা রয়েছে। তাকে ২০২২ সালেল ১৪ জানুয়ারির বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক দেখানো হয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

দৌলতপুরে প্রাগপুরে হেম আশ্রম লালন সঙ্গীত শুনলেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর হেম আশ্রম পরিদর্শন করলেন এবং লালন সঙ্গীত শুনলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সসিলেন মিস্টার মুস্তফা উসমান তুরান।

আজ রবিবার দুপুরে প্রাগপুর হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন তিনি। এসময় তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে বসবাসরত ফরাসি নাগরিক ও লালন সাধক দেবোরাহ কিউকারম্যান জান্নাতের আমন্ত্রণে মোস্তফা ওসমান তুরান হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রবীণ বাউল ফকির নহির শাহ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আশ্রমে সাধু ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সেখানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। এরপর বিকেলের দিকে ঢাকার উদ্দেশে দৌলতপুর ত্যাগ করেন।

এদিন বেলা ১১টার দিকে হেলিকাপ্টার যোগে দৌলতপুর উপজেলার

মথুরাপুর ইউনিয়নের মথুরাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে নামেন তিনি।

এসময় তাকে দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এজাজ আহম্মেদ মামুন,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল জব্বার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেল রাষ্ট্রদূতকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

হেম আশ্রমের প্রতষ্ঠাতা ফকির নহির শাহ জানান, লালন সাধক দেবোরাহ কিউকারম্যান জান্নাতের আমন্ত্রণে মোস্তফা ওসমান তুরান হেম আশ্রম পরিদর্শন করেন। এসময় আশ্রমে সাধু ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। আমরা লালন সঙ্গীত শুনিয়েছি। পরে আশ্রমে একটি আমের গাছ রোপন করেন তিনি (রাষ্ট্রদুত)।

মরমি সাধক ফকির লালন শাহকে নিয়ে গবেষণার জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম গবেষণার কাজে বাংলাদেশে আসেন দেবোরা কিউকারম্যান। সাধুসঙ্গে এসে লালন দর্শনের প্রেমে পড়ে যান এই নারী। তারপর আর দেশে ফিরে যাননি। এরপর প্রখ্যাত বাউল ফকির নহির শাহের শিষ্য হন।

অবিবাহিত দেবোরা গুরুর আস্তানায় বসবাসকারী নহির শাহের আরেক শিষ্য রাজনকে বিয়ে করেন। এখনো গুরুর কাছে আত্মিক শান্তি ও সৃষ্টি রহস্য খুঁজতে দীক্ষা নিচ্ছেন। ফকির লালন শাহকে যতই জেনেছেন ততই তার প্রেমে পড়েছেন তিনি। বেড়েছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমবোধ। বর্তমানে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বসবাস করছেন তিনি। মাঝে মাঝে ফ্রান্সে ঘুরতে যান। নাম বদল করে হয়েছেন দেবোরা জান্নাত।

উল্লেখ্য, ফকির নহির শাহ বাংলাদেশের একজন প্রবীণ সাধক ও লালনভক্ত। লালন সাঁইজির সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্ক–লতিকার পর্যায়ক্রমটা এই রকম: ফকির লালন শাহ, ভোলাই শাহ, কোকিল শাহ, লবান শাহ ওরফে আব্দুর রব শাহ, তারপরই ফকির নহির শাহ। আব্দুর রব শাহর প্রধান খলিফা ফকির নহির একাধারে আধ্যাত্মিক গুরু, ভাবসংগীতের শিক্ষক এবং সংগীত সংগ্রাহক।

১৯৭১ সালে ফকির নহির শাহ দেশের প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৭৪ সালে গুরুবাক্য গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ সালে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে কুষ্টিয়ার প্রাগপুরে ‘হেম আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক

আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে আবুল হাসনাতের মোটরসাইকেল শো-ডাউন

আসন্ন আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হাসনাত মাস্টারের নির্বাচনী শো-ডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি রবিবার সন্ধা সাড়ে ৭টায় ঘোলদাড়ি বাজারে অবস্থিত নির্বাচনি অফিস থেকে কয়েক শত মটর সাইকেলের একটি বহর নিয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

মটর সাইকেল শোভা যাত্রাটি ঘোলদাড়ি নির্বাচনি অফিস থেকে বের হয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রদক্ষিণ করে বাজারে এসে ৯টায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সেখানে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। আবুল হাসনাত মোটরসাইকেল শো-ডাউনে নির্বাচনি বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ তিনি আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। বর্তমান তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার সম্পাদক ওহিমুদ্দিন, ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা মাহমুদ হাসান জিনারুল, সফিউদ্দিন, মিঠু, সোহেল, কাজল, রকিবুল, ডিটু শেখ, ইলিয়াস, আব্দুল গাফ্ফার, হাসেম, লিখন, আব্দুল গাফ্ফার রাইহান, শরিফুল, জামাত, সোহেল রানা প্রমূখ।

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে কেক কেটে মন্ত্রী পত্নী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের জন্মদিন পালন

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি এর সহধর্মিনী, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য ও মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম এর জন্মদিন পালন করে করেছে মুজিবনগর উপজেলা যুবমহিলালীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ এবং ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার এর নেতৃবৃন্দ।

রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে পিডব্লিউডিআই রেস্ট হাউসে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন সাধারণ সম্পাদক তাহমিনা খাতুন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাভলু, সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব, ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার উপজেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু, সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মতিনসহ যুব মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্রলীগ, ইয়ং বাংলা ফিচার লিডার এর নেতাকর্মীবৃন্দ।

আইলহাঁস-নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে

অংশ নিচ্ছে ১৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী

আলমডাঙ্গায় আসন্ন দু’টি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে অংশ নিতে সব দলই নিজেদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগ তাদের ‘নৌকা’ প্রতীক এবং বিএনপি ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ না নিলেও নিবন্ধন হারানো জামায়াত স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

উপজেলার আইলহাঁস ও নাগদাহ এ দু’টি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ১৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে ভোটযুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন। নির্বাচনে নতুন মুখ মিলছে প্রার্থীতায়। সব রাজনৈতিক দলগুলো এবারের নির্বাচনে অংশ গ্রহন করায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটের আভাস মিলেছে।

আগামি ১৬ই মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। এ নির্বাচনকে ঘিরে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে চা দোকান থেকে শুরু করে প্রতিটি অলি-গলিতে চলছে নানা আলোচনা- পর্যালোচনা। শুরু হয়েছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের গণসংযোগ। এলাকায় এলাকায় দৌড়ঝাঁপ। সম্ভাব্য প্রার্থীর ছবিসহ ‘দোয়া প্রার্থী’ লেখা পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লার অলি-গলি। প্রার্থীরা বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন। উঠান বৈঠক করছেন। মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছেন। দলের সমর্থন পেতে তৃণমূলের নেতাকর্মীদেরও টানছেন নিজের পক্ষে। চলছেন সুসম্পর্ক বজায় রেখে।

যদিও এখনো ঠিক হয়নি কোন প্রক্রিয়ায় প্রার্থী মনোনয়ন দেবে রাজনৈতিক দলগুলো। তবে প্রার্থীরা ধারণা করছেন, বরাবরের মতো এবারো দলের তৃণমূলের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী চুড়ান্ত করবে দলীয় মনোনয়ন বোর্ড।

কেউ কেউ আবার স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। তারা ভাবছেন স্থানীয় সাংসদ যাকে সমর্থন দেবেন তৃণমূলের মতামত তাদের পক্ষেই যাবে। সে জন্য সারাক্ষণ সাংসদদের আশপাশেই থাকছেন তারা। সাংসদের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সরব উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে সম্ভাব্য

প্রার্থীদের।

নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচনে ১০ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী অংশ নিচ্ছে। প্রার্থীরা হলো- নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী (নৌকা) প্রতিকে নির্বাচন করতে লবিং শুরু করেছে। তবে থেমে নেই ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা বিপুল জোয়াদ্দার। তিনি বর্তমান সাংসদ সদস্য এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দারের মামাতো ভাই।

আইলহাঁস ইউনিয়ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ৮ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী। তারা হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের প্রভাষক হাসিবুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম, সাবেক মেম্বার মুহাম্মদ, আফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, বিল্লাল গণি, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা রাসেল, ব্যবসায়ী কাশেম।
এছাড়াও নাগদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও ক্রিয়া সংগঠনক প্রভাষক আবুল হাসনাত দলীয় মনোনয়নের জন্য বিভিন্ন ভাবে লবিং করছে। ইতিপূর্বে তিনি করোনাকালীন সময়ে স্থানীয় যুবকদের সহযোগীতায় সাধারণ মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুও নির্বাচনি প্রচারণায় পিছিয়ে নেই। সাবেক ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান কমল নির্বাচন নিয়ে চুপিসারে থাকলেও নিবন্ধন হারানো জামায়াতের সভাপতি দারুস সালাম নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে। ইউনিয়ন বিএনপির যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রাসেল তৃণমূল নেতাকর্মীদের নিকট ভোট চাইতে ব্যস্ততার মধ্যে পার করছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে চুপিসারে এগিয়ে চলেছে বর্তমান নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ ও আতিকুল ইসলাম আতিক।

এদিকে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম সম্ভব্য (নৌকা) প্রতিক নিয়ে নির্বাচনের মাঠে থাকতে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। জনসমর্থনে পিছিয়ে পড়লেও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল নির্বাচনের মাঠ নিজের পক্ষ্যে সমর্থন গুছাতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। তবে সরোজগঞ্জ থেকে ভোট পরিবর্তন করে আইলহাঁস নির্বাচনে ভোট অংশ নিতে যাচ্ছে আবুল কাশেম।